সংবাদ

তারিখ 27 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

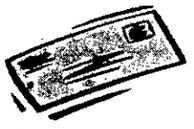

চিঠিপত্র

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়

শিক্ষার সুফল পেতে হলে

সেই ছোট্ট বেলা থেকে জেনে আসছি শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কথাটা তো মিথ্যা নয়। কারণ মেরুদণ্ডী প্রাণীর মূল হলো তার মেরুদণ্ড। আর জাতি গঠনে সেই মেরুদণ্ড যদি সতেজ না হয়, তাহলে সে জাতি হয় নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ। জীবনের অভিব্যক্তি প্রকাশের যে স্ফুরণ, সেখানে সে হয় পদদলিত। মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মতো শক্তি থাকে না। তখন সে হয়ে পড়ে মানুষ নামের কলঙ্ক। এই কলঙ্ক থেকে মুক্তির কি কোন পথ নেই? পথ অবশ্যই আছে। এখন কেউ যদি সঠিক পথে না হেঁটে বেঠিক পথে যায়, তাহলে তো গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। গন্তব্যে পৌঁছাতে হলে চলতে হবে সঠিক পথে। আর সেই পথে যদি জঞ্জাল থাকে, তাহলে প্রথমেই সেই জঞ্জাল সরিয়ে দিতে হবে। তাহলেই সেই পথ হবে নিষ্কণ্টক।

মর্ধা ও মননের দিক থেকে বাঙালিরা এখন কিন্তু আর পিছিয়ে নেই। একে একে সে এখন বিশ্ব সভায় আসন করে নিচ্ছে। এটা কি কম গৌরবের কথা! এটা যদি সত্যি হয়, তাহলে সেই অগ্রযাত্রায় কেন সে জাতি অগ্রগামী হবে না? কোথায় আছে সেই বাধা? বাধা গুলো যদি সরিয়ে ফেলা হয়, তাহলেই সমস্যার সমাধান হবে। জাতির জীবনে দূর হবে অমানিশার অন্ধকার দেখা দেবে নতুন সূর্যের আলোকিত সুপ্রভাত।

শুরু করেছিলাম শিক্ষার কথা দিয়ে- ফিরে আসি সেখানেই। শিক্ষার আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে পথ চলেন শিক্ষক। সেই শিক্ষকের পেটে যদি ক্ষুধা থাকে, তাহলে কি তিনি সঠিক ভাবে পথ চলতে পারবেন? সঠিক ভাবে শিক্ষা দিতে পারবেন? নিশ্চয় না। তাই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য যেটা প্রয়োজন, সেটা প্রথমেই করতে হবে। পরিপূর্ণ সময়টুকু যেন শিক্ষাঙ্গনে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারেন। শিক্ষাঙ্গন যেন বিশ্রাম বা অবসর যাপনের কেন্দ্র না হয়। অর্থাৎ প্রাইভেট বা কোচিং সেন্টারে পড়ানোর প্রবণতা দূর করতে হবে (প্রয়োজনে আইনের মাধ্যমে)। সেজন্য শিক্ষকদের মধ্যে আনতে হবে প্রতিযোগিতা। আর সেই প্রতিযোগিতা শুরু করতে হবে শুরু থেকেই।

প্রশ্ন আসতে পারে শুরুটা আবার কোথা থেকে? ইদানীং লক্ষ্য করা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের লক্ষ্য বলতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো মানুষ হতে চায় না, মানুষ গড়ার কারিগর অর্থাৎ শিক্ষক হতে চায় না। এর মূল কারণ অর্থ উপার্জনই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এক্ষেত্রে শিক্ষকের বেতন-ভাতা যদি সমমান সরকারি চাকুরের এক ধাপ উপরে দেয়া হয়, তাহলে শুরু থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষক হবার প্রবণতা পোষণ করবে। শিক্ষাক্ষেত্রে আগমন ঘটবে প্রতিযোগিতামূলক মেধাবীদের। প্রদীপ নিজে না জ্বললেতো অন্যকে জ্বালাতে পারে না। তাই সত্যিকার অর্থে দীপ শিখা জ্বলবে শিক্ষাঙ্গনে। আর সেই আলোয় আলোকিত হবে সারা দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব।

শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতিশীল ও সৃজনশীল করতে পরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। আর

জাতিকে উজ্জীবিত করার একমাত্র পথ হলো শিক্ষা ব্যবস্থা। সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যেমন একটি সিলেবাসে অনুষ্ঠিত হয়, অনুরূপভাবে শিক্ষকদের সামগ্রিক বৈসম্যও দূর করা আশু প্রয়োজন। যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, সেটা হলো সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা। এর কোন বিকল্প নেই। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ করে ছিলেন। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ডিগ্রিধারীদেরকে প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা দিয়েছিলেন। যার সুফল আমরা এখন ভোগ করছি। অর্থাৎ শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তিতে দেশ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ এখন আর তলা বিহীন ঝুঁড়ি নয়। খাদ্যে শুধু স্বয়ং সম্পূর্ণই নয়, রপ্তানিও করছে।

দেশে কিছু নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে- যেখানে ভর্তি হবার জন্য চলে তুমুল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতায় যারা জয়ী হয়, তারাই পায় সেখানে ভর্তি হবার সুযোগ। এখন যদি বলা যায়- ঐ ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের যদি গৈগ্রামের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয় এবং বিনিময়ে সেখানকার শিক্ষার্থীদের ঐ ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ফলটা কি দাঁড়াবে? ফল দাঁড়াবে- গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফল পূর্বের তুলনায় আশানুরূপ ভালো হবে- আর নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফল আগের তুলনায় অনেক অনেকটা খারাপ হবে। এ বিষয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে- নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তির সময় সেরা শিক্ষার্থীদের বাছাই করে নিয়েছে- যে কারণে তাদের ফলাফল ভালো হয়; কৃতিত্বটার সবটুকু কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নয়। শিক্ষা হলো একটি চেইন বা শিকল। ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং পরিবেশের সমন্বয়ে শিক্ষাঙ্গনে যে পণ্য উৎপন্ন নয়, তার নামই হলো শিক্ষা। এখানে একক কারও কোন কৃতিত্ব নেই- বরং রয়েছে সমন্বিত প্রচেষ্টার এক অনিবার্য ফসল। জাতীয় জীবনে সুফল পেতে হলে শিক্ষা নামক ফ্যাক্টরি গুলোকে একই ধাঁচে এবং সমস্ত সুযোগ সুবিধা একই রকম করতে হবে অর্থাৎ জাতীয়করণের কোন বিকল্প নেই।

পরেশ কান্তি সাহা
ক্ষণিকা
১৪/১ সাহাপাড়া, মাগুরা